জরিমানার অর্থনীতি

ড. এ.কে. এনামুল হক

অর্থনীতিতে একটি কথা আছে তা হলো - কোনকিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এই বাক্যটিকে নিছক অর্থহীণ মনে হয় কারণ আমাদের দেশে অনেক কিছুই বিনে পয়সায় করা যায় । অনেকেই ভাবেন - এটা কি সম্ভব সবকিছুরই কি দাম আছে? পৃথিবীতে কত কিছুই বিনে পয়সায় পাওয়া যায়! যেমন - বিনে পয়সায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে খাওয়া যায়! বিনে পয়সায় বাসে চড়া যায়! ট্রেনে বিনে পয়সায় ভ্রমন করা যায়। আবার দেশের অনেকেই বিনে পয়সায় বিদ্যুত বা পানি ব্যবহার করছে। তাই অর্থনীতির এই তত্ত্ববাক্যটি কতটুকু সত্য? যারা অর্থনীতির চর্চা করেন তারা বলেন - কথাটির অন্য অর্থ হলো কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ! একজন বিনে পয়সায় কিছু পেলে তার প্রকৃত দায় অন্য একজন বহন করে। এই সত্যটি অনেকেই বুঝতে পারে না।

আমাদের আরও কিছু উদ্ভট ধারনা আছে। যেমন পয়সা দিতে হয় যখন আমরা কিছু দোকান থেকে কিছু কিনে থাকি। দোকানের বাইরের লেনদেন বিনে পয়সায় সম্ভব! আবার সরকারের যা কিছু আছে সবই বিনে পয়সায় পাওয়া যায়। কেন যেন আমাদের অনেকের ধারণা আছে বা ছিল যে, সরকারের কাছে পয়সা কিছু না। চাইলেই পাওয়া যায়। তাই কেন সরকারকে অযথা পয়সা দেওয়া !

আমাদের দেশের ট্রাফিক অব্যবস্থার কথা সকলেই জানেন। এই অব্যবস্থার মধ্যে কারা কারা বিনে পয়সায় পার পেয়ে যান তার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি । ১. প্রাইভেট কার যাত্রিরা দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তি। প্রায়সই দেখবেন রাস্তার মাঝখানে গাড়ি দাড় করিয়ে আমাদের অনেকেই গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন। পেছনের গাড়িটি দাড়িয়ে থাকুক ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁদের । তাতে কিছু যায় আসে না। কারন আমার নামবার দরকার। গাড়ি যথাযথ ভাবে পার্ক করতে হলে কয়েক কদম হেটে আসতে হবে তাই নিজেরে কষ্ট কমাবার জন্য (আর অন্যদের শাস্তি দেবার জন্য) এই আচরণ। কি করে এই আচরণ থামানো যায়? সহজ উপায় - পর্যাপ্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা।

২. গাড়ি ডান দিকে যাবে - নিয়ম অনুযায়ী গাড়িটি ডান দিকের লেইনে থাকার কথা। কিন্তু তাতে দেরী হতে পারে। কারণ ডান দিকে গাড়ি ঘুরাতে হলে স্পীড কমাতে হয়। তাই কি করা যায় ? বাম দিকের লেনে গাড়ি নিয়ে সকল গাড়ির সামনে দিয়ে গাড়িটি ডান দিকে ঘুরাতে হবে। তাহলে কি হবে ? বাকী সকল গাড়ি দাড়িয়ে থাকবে কিন্তু আমি চলে যাব। আমার সময় বাচলো - বাকিদের সময় বাড়লো ট্রাফিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলো। কার কি আসে যায়? আমি তো বিনে পয়সায় নিয়ম ভঙ্গ করলাম। দন্ডায়মান ট্রাফিক পুলিশ খুশী কেন - এত স্মার্ট ড্রাইভার আমাদের দেশে!

৩. ট্রাফিক আইন মেনে চলুন কথাটি জনগনের সামনে তুলে ধরার জন্য পুলিশ কোটি কোটি টাকা খরচ করে চালু করেছে ট্রাফিক সপ্তাহ ! ভাবখানা এই যে, এক সপ্তাহ আইন মানুন তাতে অভ্যাস হয়ে যাবে ! এ ছাড়াও রয়েচে ট্রাফিক বাতির আয়োজন। এক একটি ট্রাফিক সিগনাল পয়েন্টে ২০ থেকে ১০০ টি পর্যন্ত

বাতি জ্বালানো হচ্ছে। কি জন্য এই বাতি? ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তা করা। তাদের আর রাস্তায় দাড়িয়ে নাচন করতে হবে না। কিন্তু না - বাতি বাতির জায়গায় - পুলিশ পুলিশের যায়গায়। ধারণা ছিল - অটোমেটিক সিগনাল ব্যবস্থার ফলে একজন পুলিশ একটি বাতিতে দাড়িয়ে থাকবে। যারা বাতি মানবেন না তাদের জরিমানা করবে। রাস্তা বাড়লে অতিরিক্ত পুলিশের প্রয়োজন হবে না। সরকারের খরচ কমবে। কিন্তু তা না - পুলিশ ও বাতি দুটোর সংখ্যাই বাড়ানো হল। বাঘের মত ব্যবস্থা নিজ নিজ স্থান ত্যাগের কোন ইচ্ছা নাই। কারণ কি? বাতির বিদ্যুতের পয়সা পুলিশের পকেট থেকে আসে না তাই।

৪. শহরে যাতায়াত ব্যবস্থায় বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন। ঢাকা শহরে বাসের সংখ্যা যাত্রীর তুলনায় কম। অধিকাংশ স্থানে জনগণ লাইন ধরে দাড়িয়ে থাকে বাসের জন্য। বাসগুলো কিন্ত দাড়ায় আড়াআড়ি ভাবে! কেন? কমপিটিশণ! কার সাথে তা কেউ জানে না। কিন্ত দাড়াতে হবে আড়াআড়ি ভাবেই। কোন পয়সা দিতে হয়না নিয়ম ভঙ্গ করলে এই দেশে। আরও উদাহরণ রয়েছে।

এ সব বিনে পয়সার অনিয়মের ফলে কি হচ্ছে? ট্রাফিক ব্যবস্থা অব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছে। কারও যায় আসে না কারণ এই অনিয়মের ফলে আমি কোন পয়সা দিচ্ছি না দিচ্ছে সাধারণ জনগণ। তারা সকাল ৬ টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত দৌড়াচ্ছে। কি করে অফিসে আসা যায় আর কি করে বাসায় ফেরা যায়! এজন্যই অর্থনীতিতে বলে কোন কিছুই বিনে পয়সায় হয় না। পয়সা হয়ত আমি দিই না তবে দেয় অন্যরা।

ট্রাফিক ব্যবস্থার আইন অমান্য করার জন্য সাধারণ উপায় হলো - জরিমানা ব্যবস্থা। বড় রকমের দূর্ঘটনা ঘটলে তবেই হাজত বাসী হতে হয়। অন্যথায় নয়। তবে জরিমানাই প্রথম ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যত কঠোর হাতে পালন করা হবে ততই ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। অব্যবস্থা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হবে। তবে অনেকেই বলেন - জরিমানার পরিমাণ বাড়ালে সার্জেন্টরাই প্রকারান্তরে লাভবান হবে। কথাটি কিছুটা সত্য। জরিমানা দেবার ব্যবস্থায়ও অব্যবস্থা রয়েছে। ১০০ টাকা জরিমানা দিতে ৫০০ টাকা খরচ হবে। যেতে হবে ঢাকা উত্তর বা ঢাকা দক্ষিণ পুলিশ অফিসে। ব্যবস্থাটি সহজ করা যায় তবে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা হচ্ছে না।

প্রসংগ ক্রমে - এই টুকু বলা ভাল যে, পুলিশ বিভাগের সকলেই দূর্নীতিগ্রস্থ না। তাই যারা দূর্নীতি করতে পারে না তারা বোকাই থেকে যায়। আর বাকিরা হয় বুদ্ধিমাণ ! নরওয়ে এই ব্যবস্থার একটি সহজ পরিবর্তন করেছে। তা হলো এই রকম। ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সকল জরিমানার টাকা যাবে পুলিশ কল্যান তহবিলে যা থেকে পুলিশ বিভাগ তাদের সন্তান সন্ততি ও নিজেদের কল্যাণে নানা ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এইটাকার ভাগ সৎ অসৎ সকল পুলিশ পাবে নিয়ম অনুযায়ী। ফলে পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে যত বেশী জরিমানা আদায় করা যায় তার ব্যবস্থা করা। অসৎ পুলিশ যদি এই টাকা নিজের পকেটে নিতে চায় তাতে সৎ পুলিশ বাধা দেয় কারণ টাকাটি সকলের পকেট থেকে চলে যাচ্ছে একজনের পকেটে। তাতে সৎ পুলিশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তার সন্তানের বৃত্তির টাকার কিংবা চিকিৎসার টাকায় কম পড়ে।

সবশেষে একটি কথা। জরিমানা সরকারী আয়ের অংশ নয়। জরিমানা দেওয়া হয় আইন অমান্যকারীদের শাস্তি দেবার জন্য। আর ফি নেওয়া হয় অধিকার সৃষ্ঠি করার প্রয়োজনে। যেমন আমার জমি রেজিস্ট্রেশন ফি দেই। আবার চার্জ দেওয়া হয় কোন সার্ভিস পাওয়ার জন্য যেমন আমরা বিদ্যুত বিল দেই। আর ট্যাক্স দিই আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য। প্রত্যেকটি পৃথক এবং ভিন্ন উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়।

তাই জরিমানার অর্থব্যবহারে নুতন নিয়ম চালু করা উচিত। আমার প্রাথমিক পরামর্শ জরিমানার অর্থ সংশ্লিষ্ট সংস্থায় কর্মরতদের কল্যানে ব্যবহারের অধিকার দেওয়া উচিত। তাতে সৎ কর্মচারীরা জরিমানা আদায়ে উৎসাহিত হবে। অসৎ কর্মচারীরা জরিমানার অর্থ নিজের পকেটে নিতে গেলে সৎ কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাতে ক্রমে সৎ কর্মচারীরা অনেক বেশী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ভূমিকা রাখবে।

যেহেতু কেবল অন্যায় বা আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধেই জরিমানা প্রযোজ্য তাই জরিমানার পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়ানো উচিত। এতে কারও ক্ষতি হবে না বরং আইন মানতে জনগণকে উৎসাহিত করা হয়। বা এতে আইন অমান্য করার প্রবণতা কমবে। একই সাথে জরিমানার টাকা সরকারী কোষাগারে চলে গেলে তা আদায়ে কারও গরজ থাকে না। সে ক্ষেত্রে বাড়ে দূর্নীতি। আশা করি - সহজ এই নিয়মটি আমাদের দেশেও চালু হবে তাতে নিয়ম মানার সংষ্কৃতি চালু হবে। অনিয়ম করা বা বিনে পয়সার পার পাওয়ার রীতি রহিত হবে।

[লেখক - অর্থনীতির অধ্যাপক, ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি]